এপ্রিল - জুন ২০১৯ ■ সংখ্যা ০৩ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

এক নজরে

০২ বিশ্ব ব্যাংকের চতুর্থ মিশন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উপর জোর আরোপ

০২ বিআইজিডি প্রতিনিধিদলের নতুন ডিজির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

০৩ কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে মাঠ পরিদর্শন বিশ্বব্যাংক মিশন

০৪ মাঠ পর্যায়ের আপডেট

০৪ মাঠ পর্যায়ে নাগরিক পর্যবেক্ষণ কর্মকান্ডের সাফল্য

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326
info@bigd.bracu.ac.bd
http://bigd.bracu.ac.bd

ডিম্যাপ-এর চতুর্থ বিশ্বব্যাংক সাপোর্ট মিশনে বিআইজিডির অংশগহণ

২৮ শে এপ্রিল থেকে ৬ই মে, ২০১৯ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের একটি দল "Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)"-ডিম্যাপ এর চতুর্থ বাস্তবায়ন সমর্থন পর্যালোচনা করে। ২৮ শে এপ্রিল সকাল ১০:৩০ টায় সিপিটিইউ এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের কিক-অফ মিটিং-এ বিআইজিডি অংশগ্রহণ করে। এছাড়া অন্য একটা পৃথক মিটিং-এ ডিম্যাপ প্রকল্পের আওতায় বিআইজিডি কর্তৃক বাস্তবায়ধীন 'সিটিজেন এনগেজমেন্ট সাব-কম্পোনেন্ট' এর উপর বিআইজিডি একটা প্রতিবেদন উপস্থাপন করে যেখানে বিশ্বব্যাংক ও সিপিটিইউ এর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই উপস্থাপনায় সিটিজেন এনগেজমেন্ট সাব-কম্পোনেন্ট এর অধীনে গৃহীত কার্যক্রম যেমন- জনগণের দ্বারা মাঠ পর্যায়ে সরকারি কাজের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার কমিটি (পিপিএসসি)- প্লাটফর্মের অধীনে জাতীয় পর্যায়ে সংলাপ সম্পর্কে বিআইজিডি বিশ্বব্যাংককে অবহিত করে।

ডিম্যাপ এর চতুর্থ বাস্তবায়ন সমর্থন (৩০ এপ্রিল থেকে ৬ মে ২০১৯) ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)-র অংশগ্রহণ

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিআইজিডি মার্চ ২০১৯ এ ৮টি বিভাগের বাছাইকৃত ৪৮টি উপজেলার মধ্যে ১৬টি উপজেলায় সাইট স্পেসিফিক সিটিজেন মনিটরিং এর বাস্তবায়ন সফলভাবে শুরু করেছে। মাঠ পর্যায়ের এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ব্র্যাকের 'কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম' (সিইপি) বিআইজিডির সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ করছে। এই কাজের জন্য বিআইজিডি ও সিইপি ৮ জন করে মোট ১৬ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়েছে যারা ১৬টি জেলায় কাজ শুরু করেছে। বাস্তবায়ন কাজ শুরুর পূর্বে বিআইজিডি এই ১৬ জন মাঠ কর্মকর্তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে এই ১৬ জন কর্মকর্তা পূর্ব নির্ধারিত উপজেলাগুলোতে সিটিজেন মনিটরিং গ্রুপ গঠন করে তাদের জন্য ওরিয়েন্টশন এর ব্যবস্থা করে। এছাড়া মিটিং-এ আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

বিশ্ব ব্যাংকের চতুর্থ মিশন
প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উপর জোর আরোপ

মো: আলী নূর, অতিরিক্ত সচিব এবং মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড ভালুয়েশন ডিভিশন (আইএমইডি)-এর সভাপতিত্বে ৬ই মে, ২০১৯ সিপিটিইউ এর কনফারেন্স রুমে ডিম্যাপ-এর চতুর্থ বাস্তবায়ন সমর্থন পর্যালোচনা অধিবেশনের শেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিং-এ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রধান ক্রয় বিশেষজ্ঞ ড: জাফরুল ইসলাম এইড মেমোয়ার (এএম) (সহায়তা স্মারক) উপস্থাপন করেন যেখানে তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা, সুপারিশসমূহ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন রান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে সমঝোতা চুক্তি নিয়ে সার-সংক্ষেপে আলোচনা করেন। বিশ্ব ব্যাংকের এই পর্যালোচনা অনুযায়ী বিআইজিডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিবেচনায় বেশ সন্তোষজনক ছিল।

পরবর্তীতে পরিদর্শক দলের সদস্যরা কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলায় এবং চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলায় নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রমগুলো পরিদর্শন করেন। পরিদর্শক দলের নিকট সরকার নির্মাণ কাজে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সর্বোপরি অবস্থা বেশ সন্তোষজনক ছিল। এই পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে তাঁরা কিছু পরামর্শ দেন, যেমন- বিআইজিডি বাংলাতে একটি চেকলিস্ট তৈরি করতে পারে যেখানে কাজের ধরণ অনুযায়ী (যেমন, বিদ্যালয় নির্মাণ, পলী রাস্তা এবং বাঁধ নির্মাণ) নাগরিকদের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত না- এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়া, তারা এই কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রতি জোরারোপ করেন। এক্ষেত্রে, ডিনেট-এর নাগরিক পোর্টাল তৈরির বিষয়টি উঠে আসে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য বিআইজিডি-কে অনুরোধ করা হয়।

বিআইজিডির প্রতিনিধি দলের নতুন সিপিটিইউ ডিজি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ

বিআইজিডি প্রতিনিধিদলের নতুন ডিজির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়

৩রা এপ্রিল, ২০১৯ বিআইজিডির প্রতিনিধি দল সিটিজেন এনগেজমেন্ট সাব-কম্পোনেন্ট এর অধীনে গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট এর সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আলী নূরের সাথে সাক্ষাৎ করে।

বিআইজিডি পক্ষের টিম লিডার ড: মির্জা হাসান নবনিযুক্ত মহাপরিচালককে বিআইজিডি মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তার পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে বিশ্বব্যাংক মিশন-এর মাঠ পরিদর্শন ২৯-৩০ এপ্রিল, ২০১৯

কক্সবাজারে মাঠ পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংক মিশন

২৯ শে এপ্রিল থেকে ৩০শে এপ্রিল, ২০১৯, সিপিটিইউ, বিশ্বব্যাংক, বিআইজিডি, সিইপি, এবং ডিনেটের একটি সদস্য দল কক্সবাজারের চকোরিয়া ও চট্টগ্রামের লোহাগড়ায় মাঠ পরিদর্শনে যায়। সেখানে তারা সাধারণ নাগরিক, সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্যদের সাথে বৈঠক করেন এবং নির্মাণ সাইটগুলি পরিদর্শন-এর পাশাপাশি নাগরিক সম্পৃক্ততার ধারণা প্রচার এবং স্থানীয় নাগরিকদের নাগরিক সম্পৃক্ততার কাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন।

২৯ শে এপ্রিল কক্সবাজারে পৌঁছানোর পরই দলটি এলজিইডি কার্যালয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, মির্জা মোঃ ইফতেখার আলীর সাথে সাক্ষাত করে তাকে নাগরিক সম্পৃক্ততা প্রকল্পের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং যেভাবে এই প্রকল্পের অধীনে কাজ পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি প্রকল্পের বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করে দলটি।

পর দিন, পরিদর্শক দলটি চকোরিয়ায় দোলাহাজারায় রিংভং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ স্থান পরিদর্শনে যায়, যেখানে তারা নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্য, স্কুল শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য এবং চকোরিয়ার এলজিইডি প্রকৌশলীদের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। এই বৈঠকে সিপিটিইউ-এর পরিচালক শীষ হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের অবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান । তিনি কীভাবে এই প্রকল্পে জনগণের অংশগ্রহণ আরো বেশি নিশ্চিত করা যেতে পারে সেই বিষয়ে কথা বলেন। এরপরে, বিশ্ব ব্যাংক-এর কম্পোনেন্ট প্রধান জাফরুল ইসলাম নির্মাণ কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ বিষয়ে জানার জন্য স্থানীয় নাগরিকদের সাথে কথা বলেন। চকরিয়া এলজিইডি উপজেলা প্রকৌশলী, কমল কান্তি পাল এ পর্যন্ত হওয়া কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। তিনি আরও জানান, তারা নিয়মিত ভাবে সাইটে যোগাযোগ রাখছেন এবং স্থানীয় জনগণকে প্রকল্পের ধারণা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। একই মিটিং-এ ঠিকাদাররাও কাজের মান নিশ্চিত করতে এবং কাঁচামাল ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সবশেষে, দলের সদস্যরা তাঁদের ওরিয়েন্টেশন চলাকালীন প্রকল্প এবং এর পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে কতটা শিখেছেন সে সম্পর্কে কথা বলেন।

পরিদর্শন দলটির চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল চট্টগ্রামের লোহাগড়ার নিয়াজেরটেক টঙ্কাবতী বন অফিস থেকে লোহাগড়ার কালুরামবাজার রোড, যেখানে তারা নির্মাণাধীন স্থানের সাধারণ জনগণ ও নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের সাথে দেখা করে এবং লোহাগড়ার এলজিইডি প্রকৌশলী প্রতিপদ দেওয়ানের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে।

বিশ্বব্যাংক মিশন দলের সদস্যদের মধ্যে আরও ছিলেন ইশতিয়াক সিদ্দিক, সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট; মাসুদ মোজাম্মেল, সিনিয়র কমিউনিকেশনস অফিসার; এএনএম মোস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট; মো: কামরুজ্জামান, প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট; সাজিয়া আমিনা আহমেদ, পাবলিক পলিসি অ্যান্ড স্টেকহোল্ডারস কন্সাল্ট্যান্ট; এস এম হাফিজ আল মামুন, প্রজেক্ট সাপোর্ট কন্সাল্ট্যান্ট এবং মাহমুদা নুসরত হুসেন, টিম সহযোগী। সিপিটিইউ এবং বিআইজিডি সদস্যদের মধ্যে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, সহকারী পরিচালক; মোঃ শফিউল আলম, সিনিয়র কমিউনিকেশন কন্সালট্যান্ট, সিপিটিইউ; ড: মির্জা এম. হাসান, দলনেতা, সিই কম্পোনেন্ট; সৈয়দা সেলিনা আজিজ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক; কবিতা চৌধুরী, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ; মোঃ মাহান উল হক, প্রকল্প সহযোগী; এবং মোঃ সরোয়ার জাহান ভূইয়া, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিআইজিডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। মোঃ রবিউল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক; মোঃ মুন্না আজিজ, উপজেলা ম্যানেজার, সিইপি, ব্র্যাক এবং ব্র্যাকের জেলা ব্যবস্থাপক সাইদুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ডিনেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবিএম সিরাজুল হোসেন ও উপস্থিত ছিলেন।

মাঠ পর্যায়ের আপডেট

ইমপ্লমেন্টশন মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন (আইএমইডি)-এর আওতাধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাইজিং ইমপিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিম্যাপ) শীর্ষক প্রকল্পের "সিটিজেন এনগেজমেন্ট সাবকম্পোনেন্ট"টি বিআইজিডি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর থেকে গত এক বছরের মধ্যে ১৬টি উপজেলায় কাজ শুরু হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত স্কুল ও রাস্তাঘাট নির্মাণ সম্পর্কিত ৩৯টি বিভিন্ন প্রকল্পে ইতোমধ্যে নাগরিকদের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে এবং ১৮টি সাইট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই মাঝে ২৬টি নাগরিক পর্যবেক্ষক দল গঠিত হয়েছে এবং ২৩৪ জন নাগরিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বিবরণ	সংখ্যা
প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন উপজেলার সংখ্যা	১৬
পর্যবেক্ষণ কৃত প্রকল্পের সংখ্যা	৩৯
অনুষ্ঠিত সাইট মিটিং-এর সংখ্যা	৩৯
গঠিত নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সংখ্যা	৩৪
আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন মিটিং-এর সংখ্যা	৩৪

মাঠ পর্যায়ে নাগরিক পর্যবেক্ষণ কর্মকান্ডের সাফল্য

কমলগঞ্জ উপজেলায় নাগরিক পর্যবেক্ষণ কর্মকান্ড

প্রকল্প বাস্তবায়ধীন উপজেলাগুলোতে নাগরিক অংশগ্রহণের ফলে কাজের মানের নাগরিক পর্যবেক্ষণের ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এখনই চোখে পড়ছে। এই প্রকল্পের অধীনে নাগরিক পর্যবেক্ষক যেসব সরকারি কাজ দেখছেন তা মূলত বিল্ডিং আর রাস্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে নির্মাণ কাজে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার, অথবা নির্মাণের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি না মানা সংক্রান্ত বেশ কিছু অভিযোগ এসেছে। উদাহরনস্বরুপ পুরনো কাঠের উপকরণ ব্যবহার, প্রয়োজনীয় পানি না দেয়া, এবং নির্মাণ ভিত্তির প্রয়োজনীয় পুরুত্ব বজায় না রাখা সহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা অভিযোগ পাওয়া গেছে। সমস্ত অভিযোগই সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় এবং ভবিষ্যতে গুণগত মান বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

গত ১৬ই এপ্রিল ২০১৯, নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের একজন সদস্য অভিযোগ আনেন যে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে অবস্থিত কৃষ্ণচন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে ব্যবহৃত ইট গুণগত মানের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর নয়; ওরিয়েন্টেশন পর্বে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ অনুসারে ইটটি পরীক্ষা করার পরে তিনি এটি খুঁজে পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে, যখন নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের অন্যান্য সদস্যরা নির্মাণ স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন, তখন একজন সদস্য তার আগে করা পরীক্ষাটি প্রদর্শন করেন, যা তাঁর বক্তব্যটিকে আরও নিশ্চিত করে যে ইটটি ভাল মানের নয়। পরের দিন এলজিইডি কার্যালয়ে অভিযোগ করা হয় এবং ২৫শে এপ্রিল উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে ফলোআপের জন্য যোগাযোগ করা হলে তিনি তাদের জানিয়ে দেন যে এরপর থেকে কেবল সেরা মানের ইটই গ্রহণযোগ্য হবে।

নরসিংদীর মনোহরদিতে চালাকচর বাস স্ট্যান্ড থেকে বেলাব সীমান্ত সড়ক নির্মাণের সময় নাগরিকদের অংশগ্রহণের কারনে আরও একটি ইতিবাচক ঘটনা ঘটে। চালাকচর বাস স্ট্যান্ড থেকে বেলাব সীমান্ত সড়কটি ৯.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা যা ৭টি গ্রাম দিয়ে যায়। কাজ শুরু করে কোয়ার্টার মিটার পর্যন্ত যাওয়ার পরেই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায় কারণ রাস্তার এই অংশটি এমন একটি বাজারের মধ্য দিয়ে গেছে যেখানে প্রায়শই বৃষ্টির পানি আটকে থাকে। নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা রাস্তার উচ্চতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করলে তৎক্ষণাৎ উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঠিকাদারকে ঐ জায়গায় রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেন।

কমলগঞ্জ উপজেলায় নাগরিক পর্যবেক্ষণ কর্মকান্ড